প্রথম অধ্যায়:

জাদু: উদ্ভব, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাগ ও বিকাশ

জাদু-

অঙ্কের সূত্র বা রসায়নের বিক্রিয়ার মতো ধরা-বাঁধা কোনো ছকে নয়—জীবন চলে তার নিজের মর্জিতে। সেখানে 'দুই' আর 'তিন'-এর যোগফল সবসময় 'পাঁচ' আসে না; নির্দিষ্ট পারিপার্শ্বিকে নির্দিষ্ট দু'য়ের সহাবস্থানে কাঙ্ক্ষিত পদার্থের জায়গায় প্রায়শই আমদানি হয় উটকো অপদার্থের। এরকমই অনিশ্চয়তা ও রহস্যময়তার কুয়াশাতে আদিম সমাজে জন্ম হয়েছিল জাদুবিশ্বাসের। বর্তমানে সভ্যতা অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কিন্তু জীবনের ধর্ম বদলায়নি। আর তাই সমাজের চেতনে-অবচেতনে নিজের শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে আজও জাঁকিয়ে রাজত্ব ক'রে চলেছে জাদু।

বিভিন্ন অভিধান[১] অনুসারে এই 'জাদু' শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হলো—

১) ভেলকি, ইন্দ্রজাল, কুহক, মায়া

২) তুক, বশীকরণ

৩) স্নেহসূচক সম্ভাষণ শব্দ

বাংলা 'জাদু' শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে এলেও এই বিশ্বাস এবং এর নানা প্রয়োগপ্রক্রিয়া কিন্তু বাংলার নিজস্ব। আর তাই বাঙালির অভিধানে 'জাদু' শব্দটির সংযোজনের অনেক আগে থেকেই 'জাদু'-অর্থে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে বাংলার নিজস্ব শব্দাবলী—

সময়কাল	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	ব্যবহৃত শব্দ
আদিযুগ (১০-১২শ)	চর্যাগীতিকোষ	২৪জন কবি	মাআ
প্রাক্-চৈতন্য যুগ (১৪-১৫শ)	মনসামঙ্গল	বিপ্রদাস পিপ্ লাই	মায়া
চৈতন্যযুগ (১৬শ)	চণ্ডীমঙ্গল	মুকুন্দ চক্রবর্তী	ঔষধ ব্যবস্থা
	বৈষ্ণব পদাবলী		মোহিনী,মোহন,মোহনী
মঙ্গলকাব্য (১৭শ)	অন্নদামঙ্গল	ভারতচন্দ্র রায়	মোহিনীবিদ্যা

অন্যদিকে, ইংরেজি 'ম্যাজিক' (magic) শব্দটি এসেছে প্রাচীন পারসিক ভাষা থেকে;

Magi (পারসিক)⟶'maikos' (গ্রিক)⟶'magique' (ল্যাটিন)⟶'magic' (ইংরেজি)[২]

প্রাচীন পারসিক ভাষায় এর অর্থ ছিল—মোহ সৃষ্টির কলাকৌশল।

জাদুর পরিচয় ভূমিকায় বলা যায়-

'Magic is the traditional science of the secrets of Nature which comes to us from the MAGI. it unites in a single science all that is most certain in philosophy and most infallible and eternal in religion. It provides the human mind with an instrument of philosophical and religious certitude as exact as mathematics themselves. Consequently, the Absolute does exist in the order of intelligence and of faith.'[৩]

কোনো ক্রিয়ার কার্যকারণ না জেনে, তার পিছনে অতিলৌকিক ভূমিকাকে কল্পনা করাই হলো জাদু।

জাদু সম্পূর্ণরূপে একটি কাল্পনিক পন্থা। এই প্রক্রিয়ায় আচার অনুষ্ঠান, জাদুমন্ত্র ও নানান বস্তু ব্যবহার দ্বারা, অতিলৌকিক শক্তিকে প্রভাবিত ক'রে, তার মাধ্যমে মানুষ নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে চায়।

প্রাচীন জাদুকরদের কারসাজির পেছনে কখনো কখনো তাদের অজ্ঞাতেই বিজ্ঞান নিঃশব্দে কাজ করে যেত; কিন্তু বর্তমানে অনেকক্ষেত্রেই ব্যবসা জমাতে ইচ্ছাকৃতভাবে বিজ্ঞান প্রযুক্ত হয়, তবে সে গোপনীয়তা রক্ষা করেই।

জাদুর উদ্ভব—

বিবর্তনের ধারায় ১০ লক্ষ বছর আগে বিশেষ এক শ্রেণির বানর থেকে উদ্ভব হয়েছিল মানবজাতির পূর্বপুরুষ পিথেকানথ্রোপাস বা বনমানুষের।[৪] তখনও মানুষ স্বাবলম্বী হতে শেখেনি—প্রকৃতি-মায়ের মমতা-বিরূপতার দোলনায় কাটছিল তার শৈশব। তার পর প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ বছরের পথ হেঁটে পিথেকানথ্রোপাস রূপান্তরিত হল নিয়ানডারথ্যাল বা আদিম মানুষে[৫]—গুটি গুটি পায়ে মানুষ এসে দাঁড়ালো কৈশোরের চৌকাঠে; রোদ-ঝড়-বৃষ্টি-শীতে মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু খুঁজতে খুঁজতে ঘর বাঁধতে শুরু করল গাছের কোটরে, পর্বতের গুহায়; শাকাহারের পাশাপাশি আমিষ পদকেও যোগ করল তাদের খাদ্যতালিকায়—মানুষ তখন শিকারজীবী; ততদিনে আত্মরক্ষার অস্ত্র বানিয়ে, হিংস্র শ্বাপদকে শাসন করে সে জ্বালিয়ে ফেলেছে সভ্যতার আগুন; হাজারো প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে করতে চেষ্টা করে চলেছে পারিপার্শ্বিককে বদলে নেওয়ার। কিন্তু প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার প্রতিরোধে মানুষের ক্ষমতা আজ যেমন সীমাবদ্ধ, লক্ষ লক্ষ বছর আগে ঠিক তেমনটাই ছিল। পায়ের নীচে টলমলিয়ে ওঠা মাটি, পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে আসা আগুন, বনের দূর প্রান্ত থেকে ধেয়ে আসা দাবানল, প্রচণ্ড গর্জনে আকাশের বুক চিরে নেমে আসা চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ—সেদিন বিস্মিত করে তুলেছিল বিপন্ন মানুষকে। এসব অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই অসম্ভব। অসহায় মানুষ তাই তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অতিমাত্রায় সজাগ রেখে স্থির হয়ে বসল প্রকৃতির মাঝখানে, আদিম মস্তিষ্ক ব্যাপৃত হল কার্য-কারণের জটিল জট ছাড়াতে।

সেই গ্রন্থিমোচনের সূত্রে, একসময় মানুষ নিজেরাই তৈরি করে নিতে শুরু করল নিজেদের অজস্র জিজ্ঞাসার উত্তরগুলো। স্বাভাবিকভাবেই, জীব ও জড় জগতের বৈজ্ঞানিক ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞ আদিম মানুষগুলোর সমীকরণের অন্দরমহলে সেদিন

কাজ করছিল অসংখ্য অলৌকিক প্রতীতি। সমাজবিজ্ঞানীরা যেগুলোকে চারটে ভাগে ভেঙে দিয়েছিলেন; যদিও এরা প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত-

সমাজবদ্ধ মানুষের মানস প্রতীতি			
মান্যা বা অলক্ষ সত্তা	ম্যাজিক বা জাদু	টোটেম বা কুলপ্রতীক	ট্যাবু বা নিষেধ সংস্কার

[৬]

উল্লেখ্য, এই আদিম-ধারণাগুলো দাঁড়িয়েছিল মানুষের পাঁচ ইন্দ্রিয়ের আহরণ করা তথ্যসমূহে, আর তাদেরকে কার্য-কারণ, সমস্যা-সমাধান, বস্তু-বস্তুগুণের পঙক্তিতে বসিয়েছিল তাদের আদিম চিন্তনশক্তি। বস্তুত, 'সম্ভবত মানুষ নিজের চিন্তাশক্তিকে ধীরে-ধীরে প্রয়োগ করতে শিখছে যখন থেকে এই বিশ্বাস ততদিনেরই।'[৭]

অজানা অচেনা রহস্যময়তার মাঝে দাঁড়িয়ে প্রথম ধাক্কায় অসহায়তা, তারপর অনির্দেশ্য ভয়, আর তার থেকে কল্পনা—নানান প্রাকৃতিক বিষয়, যেমন, গাছপালা, বজ্রবিদ্যুৎ, বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তু প্রভৃতির মধ্যে জীবন বা প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনা করতে শুরু করল মানুষ—E.B.Tylor যাকে Animism (সর্বপ্রাণবাদ) বলে উল্লেখ করেছেন; 'Primitive Culture'-এ 'he defined it as "the general doctrine of souls and other spiritual beings in general." According to Tylor animism often includes "an idea of pervading life and will in nature"[৮], i.e., a belief that natural objects other than humans have souls.... As a self-described "confirmed scientific rationalist", Tylor believed that this view was "childish" and typical of "cognitive underdevelopment", and it was therefore common in "primitive" peoples such as those living in hunter gatherer societies.'[৯] এ ধারণার পাশাপাশি আরও একটি ধারণা আদিম সময়পর্ব থেকে আজও বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীতে প্রচলিত—এ পৃথিবীর সমস্ত জীবিত সত্তার মতো সকল নির্জীব বা জড় সত্তাগুলির মধ্যেও আত্মা বর্তমান—R.R.Marett যাকে বলেছেন Animatism; 'Animatism is a term coined by

British anthropologist Robert Marett to refer to "a belief in a generalized, impersonal power over which people have some measure of control".[১০] Marett argues that certain cultures believe "people, animals, plants, and inanimate objects were endowed with certain powers, which were both impersonal and supernatural."[১১]

মানুষ সেইসময় নিজেকে এরকম অজস্র শক্তির ক্রীড়নক বলে মনে করত—আশ্চর্যের বিষয়, বর্তমানের ভাষাও তার শরীরে এ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনটি বহন করে ফেরে—

'চুকচিদের ভাষার একটি বাক্য হল: 'মানুষ দ্বারা মাংস দেয় কুকুর।'

আমাদের পক্ষে এ বাক্যের অর্থ অবোধ্য, বহুকাল আগে ভাষার সেই স্তর থেকে আমরা এটা উদ্ধার করেছি যখন মানুষ আজকের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে চিন্তা করত।

'মানুষ কুকুরকে মাংস দিচ্ছে' না বলে তারা বলত: 'মানুষ দ্বারা মাংস দেয় কুকুর।'

কে দিচ্ছে মানুষ দ্বারা মাংস? সে হল এক অদৃশ্যশক্তি যে মানুষকে কলকাঠির মতো ব্যবহার করে তাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে।

আমেরিকার ডাকোটা অঞ্চলের আদিবাসীরা 'আমি বুনছি'র বদলে বলে 'আমাকে দিয়ে বোনা', যেন মানুষ হল বোনার কাঁটা—সে কাঁটা দিয়ে বুনছে না, তাকে দিয়ে বোনানো হচ্ছে।

ইউরোপীয় ভাষাতেও প্রাচীন ভাষার ভগ্নাবশেষ সংরক্ষিত আছে। ফরাসীরা বলে: 'ইল ফে ফ্রয়া'—মানে 'ঠাণ্ডা পড়েছে'। অথচ এর আক্ষরিক অর্থ হল—'সে ঠাণ্ডা করছে'। আবার সেই 'সে'—যিনি হলেন বিশ্বনিয়ন্তা।

সেই অজানা রহস্যময় 'ইহাঁ'-র অস্তিত্ব রয়েছে এসব কথার মধ্যেই: ইট ইজ রেনিং—বৃষ্টি পড়ে; ইট ইজ ক্লিয়ারিং—ফর্সা হচ্ছে; ইট ইস ফ্রীজিং—জমে যাচ্ছে।'[১২]

বাংলাতেও যেমন বলা হয়, হাওয়া দিচ্ছে।

প্রাকৃতিক বিষয় ও জড়পদার্থের মধ্যস্থিত সেই কল্পিত 'আত্মা'কে প্রভাবিত করে অভীষ্ট পূরণের লক্ষ্যেই প্রাচীন জনগোষ্ঠী ঝুঁকেছিল নানান জাদুমূলক ক্রিয়াকলাপের দিকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'অজ্ঞান' মানুষ বিশ্বাস করত, আকাশের কোনো শক্তিধরের ইচ্ছেতেই আকাশ থেকে জল ঝরে, জল বন্ধ হয়; সূর্যের উদয়-অস্ত-গ্রহণ অদৃশ্য কোনো এক শক্তির মর্জিমাফিক হয়; বাতাসের গতিও নির্ধারিত হয় কারো নির্দেশেই। কিন্তু এই আবহাওয়াকে যখন মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল, তখন তাকে প্রবেশ করতে হল জাদু-দুনিয়ায়।—'the art of compulsion of the supernatural; also the art of controlling nature by supernatural means...'[১৩]

আমরা পৃথিবীর নানান প্রান্তে জাদুপ্রয়োগের নানা উদাহরণ পাই, কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো-

বৃষ্টি নামানোর জাদু—

১) 'In Halmahera, or Gilolo, a large island to the west of New Guinea, a wizard makes rain by dipping a branch of a particular kind of tree in water and then scattering from the dipping bough over the ground.'[১৪]

২) 'In New Britain the rain-maker wraps some leaves of red and green striped creeper in a banana-leaf, moistens the bundle with water, and buries it in the ground; then he imitates with his mouth the plashing of rain.'[১৫]

বৃষ্টি থামানোর জাদু—

১) 'the Sulka of New Britain heat stones red hot in the fire and then put them out in the rain, or they throw hot ashes in the air. They think that the rain will soon cease to fall, for it does not like to be burned by the hot stones or ashes.'[১৬]

২) ‘At Port Stephens in New South Wales the medicine-men used to drive away rain by throwing fire-sticks into the air, while at the same time they puffed and shouted.’[১৭]

সূর্যের গ্রহণ কাটাবার জাদু—

১) ‘At an eclipse the Ojebways used to imagine that the sun was being extinguished. So they shot fire-tipped arrows in the air, hoping thus to rekindle his expiring light.’[১৮]

২) ‘... occasions by the Chilcotin Indians. Men and women tucked up their robes, as they do in travelling, and then leaning on staves, as if they were heavy laden, they continued to walk in a circle till the eclipse was over. Apparently they thought thus to support the failing steps of the sun as he trod his weary round in the sky.’[১৯]

সূর্যাস্ত না হওয়ার বা বিলম্বিত করার জাদু—

১) ‘In a pass of the Peruvian Andes stand two ruined towers on opposite hills. Iron hooks are clamped into their walls for the purpose of stretching a net from one tower to the other. The net is intended to catch the sun.’[২০]

২) ‘an Australian blackfellow wishes to stay the sun from going down till he gets home, he puts a sod in the fork of a tree, exactly facing the setting sun.’[২১]

দ্রুত সূর্যাস্ত হওয়ার জাদু—

১) 'the Australians throw sand into the air and blow with their mouths towards the sun, perhaps to waft the lingering orb westward and bury it under the sands into which it appers to sink at night.'[২২]

বাতাস বওয়াবার জাদু—

১) 'When the day is hot and a Yakut has a long way to go, he takes a stone which he has chanced to find in an animal or fish, winds a horse-hair several times round it, and ties it to a stick. He then waves the stick about, uttering a spell.'[২৩]

২) 'The natives of the island of Bibili, of New Guinea, are reputed to make wind by blowing with their mouths.'[২৪]

বাতাস বওয়া বন্ধ করার জাদু—

১) 'If a Hottentot desires the wind to drop, he takes one of his fattest skins and hangs it on the end of pole, in the belief that by blowing the skin down the wind will lose all its force and must itself fall.'[২৫]

২) 'Fuegian wizards throw shells against the wind to make it drop.'[২৬]

—অর্থাৎ, ঐ বিশেষ বিশেষ জাদুমন্ত্র ও জাদুক্রিয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নিয়ন্ত্রা শক্তিকে এক প্রকার বাধ্য ক'রে প্রয়োগকারীর অভীপ্সা সিদ্ধ করে, এমনটাই বিশ্বাস।

বৈশিষ্ট্য-

জাদুর নানান বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা এভাবে উল্লেখ করতে পারি—

১। চারপাশের পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা থেকেই জাদুর উদ্ভব।

২। প্রকৃতির নিয়মের অনুসরণ করে জাদু প্রাকৃতিক ঘটনাকে ছদ্ম নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। আপাতভাবে জাদুক্রিয়ায় রহস্যময় অলৌকিক শক্তিকে বশ বা ব্যবহার করা হয়।

৪। অদৃশ্য শক্তিকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে।

৫। বিনয় প্রকাশ বা মিনতি নয়—অদৃশ্য শক্তিকে বাধ্য করার কৌশল এটি।

৬। ব্যক্তি বা আত্মা-সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতার জায়গা রাখে না।

৭। একগুঁয়ে খামখেয়ালি সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

৮। ভয়ঙ্কর দেবদেবীর সামনে অপমানিত হতে বা নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করতে রাজি নয়।

৯। অপরিবর্তনীয় নিয়মগুলি যন্ত্রের মতো কাজ করে।

১০। বিভিন্ন বস্তু, মন্ত্র, ক্রিয়াকর্ম জাদুপ্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

১১। ঘটনাগত সাফল্য অনুষ্ঠানের নিখুঁততা ও নিয়মানুবর্তিতার ওপর নির্ভর করে।

১২। জাদুকর নিশ্চিত থাকে নির্ভুল জাদু-অনুষ্ঠান কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে পৌঁছে দেবেই—যদি না, অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী জাদুকরের দ্বারা তা ব্যর্থ হয়।

১৩। জাদুর মূল ভিত্তি হল বিশ্বাস।

১৪। জাদুর মুখ্য উদ্দেশ্য বিশ্বাসীর মনস্কামনা পূরণ করা।

১৫। জাদুর প্রতি বিশ্বাসটি বিশ্বজনীন।

১৬। জাদু নিজের প্রতি বিশ্বাসকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে থাকে।

১৭। বিশ্বাস অনুশীলনের মূল থেকে উৎক্ষিপ্ত।

১৮। জাদুক্রিয়ায় সিংহভাগ অনুষ্ঠিত হয় সাধারণের গোপনে।

১৯। জ্ঞানের ধারাবাহিকতা।

২০। ঐতিহ্যের অনুসরণ।

২১। প্রকৃতির ওপর সার্বভৌমত্ব দাবি করলেও তা আসলে একটি গাঠনিক সার্বভৌমত্ব (Constitutional sovereignty)—যা কঠোরভাবে তার কর্মপরিধিতে সীমাবদ্ধ।

২২। নিজের শক্তি কোনোভাবেই যে অনির্দিষ্ট এবং অসীম নয়—তা স্বীকার করে নেয়।

২৩। দেবতা বা ধর্মের উদ্ভবের ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ হলো জাদুর অক্ষমতাকে আড়াল করবার প্রচেষ্টা।

২৪। বিজ্ঞানের ইমারতের কাল্পনিক অবৈজ্ঞানিক প্রাথমিক স্তরটিই হলো জাদু।

২৫। জাদু লোকসমাজের আদিমতম মনোচিকিৎসা।

জাদুর শ্রেণিবিভাগ-

জাদু নিয়ে যারা আলোচনা করেন, তাঁরা জাদুকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন—

পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে, সমাজের প্রতিটি স্তরে অনুশীলিত জাদুবিশ্বাসকে শ্রেণিগত কাঠামোয় বাঁধতে গেলে তিনটি বিশেষ দিক থেকে তাকে বিশ্লেষণ করতে হয়:

১. ব্যাপ্তি-

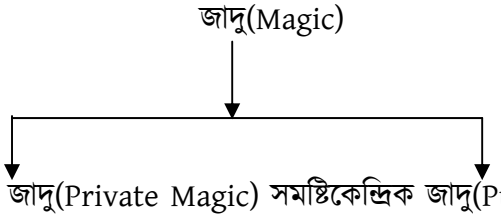

[২৭]

২. চিন্তন সূত্র-

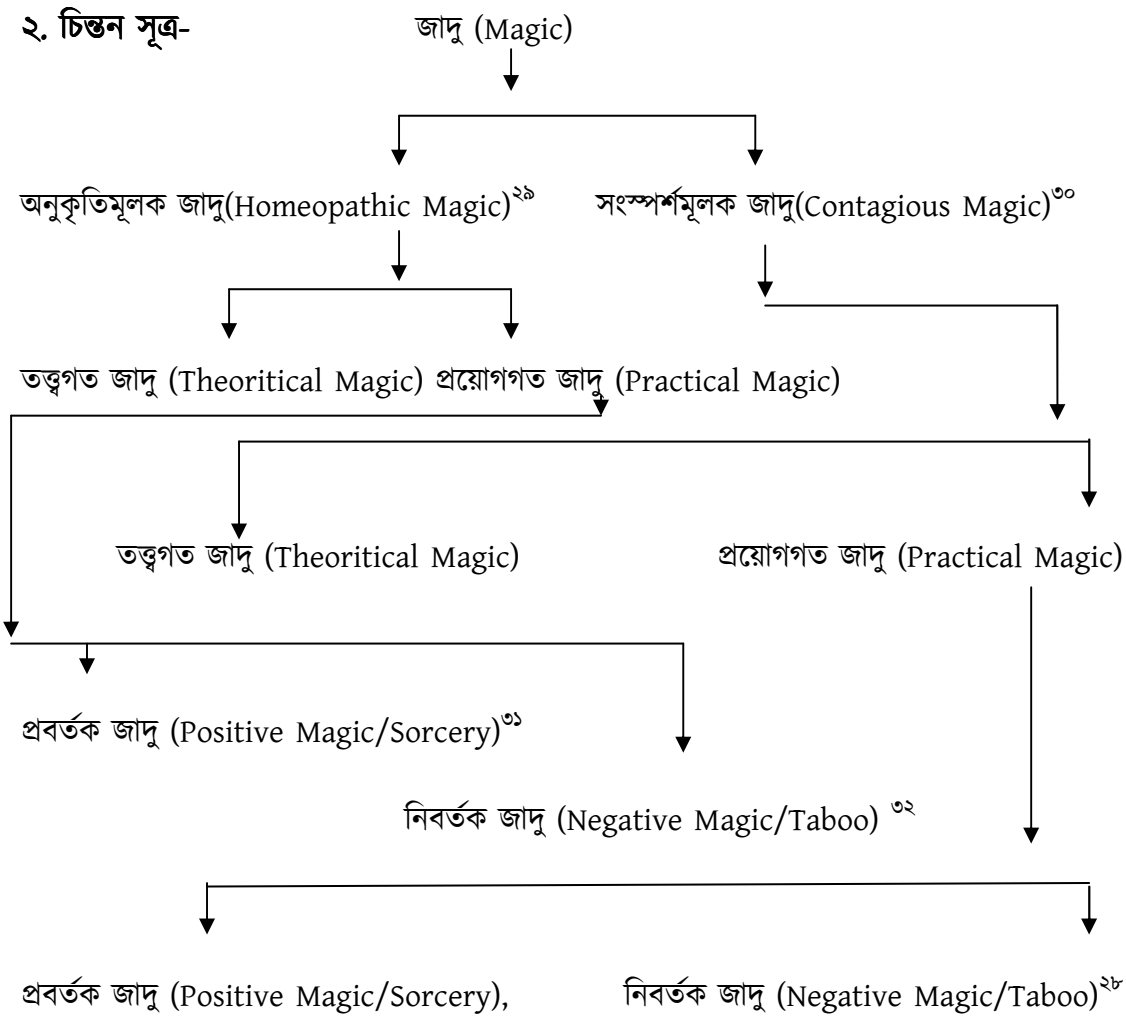

৩. ভাব-

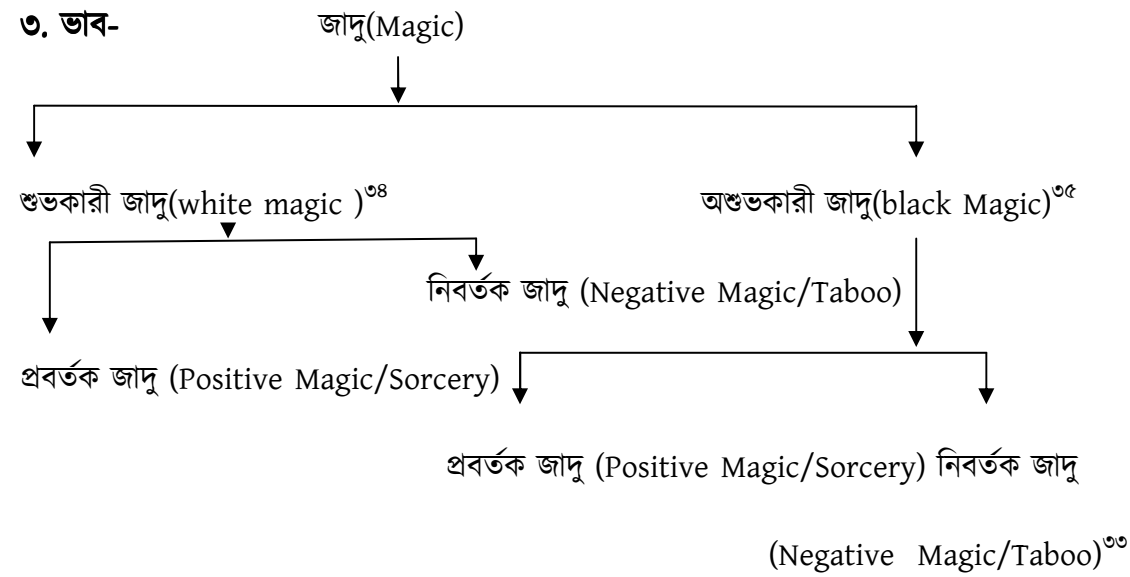

ব্যক্তিকেন্দ্রিক জাদু (Private Magic)—জাদু-আচার ও মন্ত্র যখন ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে অনুশীলিত হয়:

বশীকরণ, অসুখ নিরাময়ে জলপড়া নুনপড়া তেলপড়া ব্যবহার ইত্যাদি।

'In the East Indian islands of Saparoea, Haroekoe, and Noessa Laut, when a fisherman is about to set a trap for fish in the sea, he looks out for a tree, of which the fruit has been much peacked at by birds. From such a tree he cuts a stout branch and makes of it yhe principal post in his fish-trap; for he believes that, just as the tree lured many birds to its fruit, so the branch cut from that tree will lure many fish to the trap.'[৩৬]

সমষ্টিকেন্দ্রিক জাদু (Public Magic)— জাদু-আচার ও মন্ত্র যখন গোষ্ঠীবিশেষের স্বার্থে অনুশীলিত হয়:

শত্রুপক্ষীয় সেনাদের নিষ্ক্রিয় করতে, খরার সময়ে বৃষ্টি নামাতে ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রযুক্ত জাদু।

'The Indians of British Columbia live largely upon the fish which abound in their seas and rivers. If the fish do not come in due season, and the Indians are hungry, a Nootka wizard will make an image of a swimming fish and put it into the water in the direction from which the fish generally appear. This ceremony, accompanied by a prayer to the fish to come, will cause them to arrive at once.'[৩৭]

অনুকৃতিমূলক জাদু (Homeopathic Magic)— এটি অনুকরণের ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে। এর মূল নীতি—'like produces like, or that an effect resembles its cause'[৩৮] এখানে 'উদ্দিষ্ট'-এর সঙ্গে জাদু-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রধান বস্তুকে অভিন্ন

ধরে নিয়ে ঐ বস্তুর ওপরেই জাদু-মন্ত্র প্রয়োগ করা হয়, ঐ বস্তুকে ঘিরেই চলতে থাকে যাবতীয় জাদু-আচার। এক্ষেত্রে জাদু-অনুষ্ঠানটি আবার বাস্তবানুগ বা বাস্তবে প্রত্যাশিত ঘটনার অনুকরণ ও অভিনয় বৈ আর কিছু নয়। বিশ্বাসে থাকে—জাদু-অধীনস্থ বস্তুটির ওপর যা-যা ক্রিয়াকলাপ চলবে, তা 'উদ্দিষ্ট'-কে প্রভাবিত করবেই।

বৃষ্টি নামানোর উদ্দেশ্যে নকল-বৃষ্টি করার জাদু, পশুর ছবি এঁকে তাকে মারবার অভিনয় করে শিকার-জাদু, বাঙালির ব্রতের আলপনায় ঈপ্সিত বস্তু এঁকে তা লাভ করবার জাদু ইত্যাদি।

'when an Ojebway Indian desires to work evil on anyone, he makes a little wooden image of his enemy and runs a needle into its head or heart, or he shoots an arrow into it, believing that wherever the needle pierces or the arrow strikes the image, his foe will the same instant be seized with a sharp pain in the corresponding part of his body; but if he intends to kill the person outright, he burns or buries the puppet, uttering certain magic words as he does so.'[৩৯]

সংস্পর্শমূলক জাদু (Contagious Magic)— সংস্পর্শ বা সংক্রমণের ধারণার ওপর ভিত্তি করে এটি গড়ে উঠেছে। এর মূল নীতি—'things which have once been in contact with each other continue to act on each other at a distance after the physical contact has been severed.'[৪০] এখানে 'উদ্দিষ্ট'-এর সঙ্গে একদা সংস্পর্শে থাকা বস্তুর ওপর জাদু-আচার ও মন্ত্র প্রয়োগ করা হয়। মনে করা হয়—ঐ বস্তুর ওপর প্রযুক্ত জাদু উদ্দিষ্টকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে একটি খণ্ড বা অংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করলে যেমন অন্য অংশটিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনি বিশেষ অতিলৌকিক গুণসম্পন্ন বস্তুর অন্য বস্তুটির মধ্যেও ঐ গুণ সংক্রামিত বা সঞ্চারিত হবে। দেবতার 'প্রসাদ' খাওয়া, অঞ্জলি-দেওয়া ফুলের অংশ কাছে রাখা, গঙ্গা জল ব্যবহার করে শুদ্ধিকরণ প্রভৃতি।

‘it is a world-wide superstition that by injuring foot-prints you injure the feet that made them. Thus the natives of south-eastern Australia think that they can lame a man by placing sharp pieces of quartz, glass, bone, or charcoal in his footprints. Rheumatic pains are often attributed by them to this cause.’[৪১]

তত্ত্বগত জাদু (Theoretical Magic)—পার্থিব যাবতীয় ঘটনার ধারাবাহিকতা প্রকৃতির নিজস্ব নিয়ম দ্বারা নিশ্চিতভাবে নিয়ন্ত্রিত—এই বিশ্বাস অনুসরণ করেই জাদুর তত্ত্বগত রূপ। ‘Regarded as a system of natural law, that is, as a statement of the rules which determine the sequence of events throughout the world, it may be called Theoretical Magic.’[৪২]

জ্যোতিষবিদ্যানুযায়ী জন্ম সময় ও জন্ম স্থান গণনা করে জ্যোতিষী জাতক বা জাতিকার কোষ্ঠী বা জন্মপঞ্জিকা তৈরি করে। কোষ্ঠীতে জাতক-জাতিকার ভবিষ্যৎ জীবনের যাবতীয় ঘটনার পূর্বনির্দেশ দেওয়া থাকে, পাশাপাশি সেগুলিকে নিশ্চিত ও অনিবার্য বলে দাবি করা হয়।

প্রয়োগগত জাদু (Practical Magic)—মানুষের পর্যবেক্ষণে পার্থিব ঘটনা নিয়ন্ত্রণকারী যে নীতিগুচ্ছ ধরা পড়ে, তাকে প্রয়োগ করেই জাদুর প্রয়োগগত রূপ। ‘regarded as a set of precepts which human beings observe in order to compass their ends, it may be called Practical Magic’[৪৩]

জন্মপঞ্জিকা বা কোষ্ঠীতে নির্দেশিত ঘটনা অবশ্য ফলবে জেনেও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বা লক্ষ্যে পৌঁছনোর বাধা দূর করতে জাতক-জাতিকার জ্যোতিষী-নির্দেশিত পাথর ধারণ করা।

শুভকারী জাদু (White Magic)—কারও ইষ্টের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত জাদু:

বৃষ্টি নামানো বা থামানো, অসুখ নিরাময় ইত্যাদি।

পেট কামড়ানি সারানোর জাদু

'মন্ত্র—"নুন নুন নুন সিন্ধুক নুন।

এ নুন কে পড়ে?

ঈশ্বর মহাদেব পড়ে।

ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞায় গুরু পড়ে। গুরুর জ্ঞানে আমি পড়ি।

এই নুন পড়া দিলে ঠাঁইয়ে করবি বশ।

কার আজ্ঞে?

হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।।"

মন্ত্র সিদ্ধি—যে কোনও মঙ্গলবার থেকে শনিবার অথবা শনিবার থেকে মঙ্গলবার, উপরোক্ত মন্ত্র ১০৮ বার করে পাঠ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

প্রয়োগ—ডানহাতের তর্জনী, মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা কিছু সৈন্ধব লবণ তুলে নিয়ে, তিনবার উক্ত মন্ত্র পাঠ করে ৩টি ফুঁ দিয়ে রোগীকে খোওয়ালে পেট কামড়ানি সেরে যায়।[৪৪]

অশুভকারী জাদু (Black Magic)—কারও অনিষ্টের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত জাদু:

মারণ, উচাটন, স্তম্ভন, বশীকরণ ইত্যাদি।

সর্বজন বশীকরণ কাজল

মন্ত্র—*"ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামহেশ্বরায় মোহয় মোহয় মিলি মিলি ঠঃ ঠঃ স্বাহা।'*[৪৫]

'রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে এবং অমাবস্যা যেদিনে একসঙ্গে যুক্ত হবে, সেইদিন—টগর, কুড়, তালীসপত্র একসঙ্গে পেষণ করে রেশমের কাপড়ে প্রলেপ দিয়ে মোটা বাতি তৈরী করতে হবে। তারপর সরষের তেলে সেই বাতি ভিজিয়ে প্রদীপ জ্বালবে। তার উপর যে কাজল পড়বে, সেই কাজল একটি পাত্রে যত্ন সহকারে তুলে রাখতে হবে। প্রয়োজন

সময়ে সেই কাজল পূর্বোক্ত ("ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামহেশ্বরায়...") সিদ্ধ মন্ত্র দ্বারা ১০৮বার অভিমন্ত্রিত করে চোখে লাগিয়ে যার দিকে চেয়ে দেখবে, সেই বশীভূত হবে।'[৪৬]

প্রবর্তক জাদু (Positive Magic/Sorcery)—অর্থাৎ, 'এটি করলে এই-এই হওয়ার সম্ভাবনা'—'Do this in order that so and so may happen.'[৪৭] এর লক্ষ্য ইপ্সিত ফলাফল উৎপন্ন করা।

বাড়ি তৈরির সময় চুবড়ি, ঝাঁটা, জুতো ঝুলিয়ে রাখলে কুনজর প্রতিহত হয়।

'In some of the East Indian islands any one who comes to the house of a hunter must walk straight in; he may not loiter at the door, for were he to do so, the game would in like manners stop in front of the hunter's snares and then turn back, instead of being caught in the trap.'[48]

নিবর্তক জাদু (Negative Magic/Taboo)—অর্থাৎ, 'এটি করতে নেই, করলে এই-এই হওয়ার সম্ভাবনা'—'Do not do this, lest so and so should happen.'[৪৯] এর লক্ষ্য অনীপ্সিত ফলাফলকে প্রতিহত করা।

স্ত্রীকে স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে নেই, করলে স্বামীর আয়ুক্ষয় হয়।

'a Blackfoot Indian who has set a trap for eagles, and is watching it, would not eat rosebuds on any account; for he argues that if he did so, and an eagle alighted near the trap, the rosebuds in his own stomach would make the bird itch, with the result that instead of swallowing the bait the eagle would merely sit and scratch himself.[৫০]

পৃথকীকরণ করা হলেও জাদু অনুশীলনের ক্ষেত্রে আবার প্রায়শই অনুকৃতিমূলক ও সংস্পর্শমূলক জাদুর, প্রবর্তক ও নিবর্তক জাদুর একীকরণ ঘটে যায়:

অনুকৃতিমূলক ও সংস্পর্শমূলক জাদুর যৌথ প্রয়োগ—

মালয়-এ 'Take parings of nails, hair, eyebrows, spittle, and so forth of your intended victim, enough to represent every part of his person, and then make them up into his likeness with wax from a deserted bee's comb. Scorch the figure slowly by holding it over a lamp every night for seven nights, and say:

'It is not wax that I am scorching, It is the liver, heart, and spleen of So-and-so that I scorch.' After the seventh time been the figure, and your victim will die.'[৫১]

প্রবর্তক ও নিবর্তক জাদুর যৌথ প্রয়োগ-

সৌভাগ্যপ্রদ আংটি ধারণ করলে তা দুর্ভাগ্য প্রতিহত ক'রে সৌভাগ্য বয়ে আনে।

জাদু ও ধর্ম-

মানব-ইতিহাসে জাদুর অস্তিত্বসূচক প্রাচীনতম নজিরটি পাওয়া গেছে ফ্রান্সে পিরেনিজ পর্বতমালার আরীজ অঞ্চলে 'তিনভাই' (ত্রোয়া ফ্রের) গুহার চিত্রে। ২৫,০০০ বছরের পুরনো সেই নৃত্যরত 'মূর্তিটির মাথায় বল্‌গা হরিণের শিং, দাড়িওয়ালা মুখে পেঁচার মুখোশ, পিছনে নেকড়ে জাতীয় কোনও প্রাণীর লেজ, হাতে দুটি মুঠো ভালুকের থাবার ভঙ্গীতে জড়ো করে রাখা এবং দুটি পা এবং পুরুষাঙ্গটি স্বাভাবিক মানুষের মতনই।'[৫২] গুহাচিত্রকলার প্রবীণতম পণ্ডিত হেনরি অ্যাবে অ্যাঁরি ব্রুইল তাঁর 'ফোর হানড্রেড সেনচুরিজ অব কেভ আর্ট' বইতে ছবিখানি 'প্রাচীন জাদুকর'-এর বলে উল্লেখ করেছিলেন; যদিও পরবর্তীকালে এই ধরণের মূর্তিকে তিনি 'দেবতা'র বলে পুনর্সিদ্ধান্ত করেন।[৫৩]

ত্রোয়া ফ্রের-এর মূর্তিটি দেবতার হলে জাদুর জন্মক্ষণটি আরও বেশ কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে যায়। কারণ জাদুর অক্ষমতার জায়গা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি।

একেবারে প্রথমদিকে জাদুর অনুশীলন ছিল সর্বজনীন। ধার্য নীতিগুলি অনুসরণ করে নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করলে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হবেই—এমনটাই ছিল বিশ্বাস। কিন্তু 'শক্তি-কল্পনা বা তার বিশ্লেষণের জন্য চাই বিশেষ এক বিশেষজ্ঞ; আবার নানাপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ডকে সার্থক করে তুলতে হলে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। সে অভিজ্ঞতা একদিনে হয় না। তার জন্য চাই দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষানবিশী। আবার প্রত্যেক মানুষ সকল প্রকার অতিপ্রাকৃত শক্তিকে বশ করতে বা তাদের তুষ্টি সাধন করতে পারে না।'[৫৪] ফলে সমাজকে বেশ প্রভাবিত করতে শুরু করল জাদুকর বা ওঝাতন্ত্র।

'The historian Mircea Eliade defined a shaman as a man or woman who "journeys" in an ecstatic trance, usually induced by rythmic drumming or, in some cases, by the use of psychoactive drugs. in its widest sense a shaman is someone who has specialist techniques for communicating with spirits through entering a trance or alternatives state of consciousness. it is the shaman's task to make sure that relationship's between the human world and the spirit world are kept harmonious.'[৫৫]

শ্যামনদের ক্রিয়াকলাপে থাকত চুল ঢাকার কাপড় বা scarf, দড়ি, জন্তু জানোয়ারের দেহাংশ, মোমবাতি, নানান বাদ্যযন্ত্র—ড্রাম, rattle, তারের যন্ত্র, ঘণ্টা প্রভৃতি। আর পরিধানে যে পোষাক থাকত, 'The clothing must be made from the fur or lather of certain animals and fabricated using special instruments. Additional articles of clothing might also be required, depending on where the shaman's journey takes them. The clothing may be painted with colored geometrical patterns and symbols (animals, sun, moon, stars, etc.). Often it is adorned with bells, fringes, pieces of metal, chains, or masks, which are representative of the shaman's protective spirits. The shaman wears a special head-piece, a metal

antler-like helmet, or feathers on their head. Almost every aspect of the shaman's clothing represents their connection with the spirit world.'[৫৬]

এই শ্যামন বা 'ভেলকিপুরুত'[৫৭]দের কাছে মানুষ বেশিরভাগ সময়ই যেত বিভিন্ন অসুখ সারাতে। রোগীকে নিরীক্ষণ করে শ্যামনরা বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা রোগীর শরীরে প্রবিষ্ট দুষ্ট আত্মাকে সনাক্ত করত, তার সামর্থ মেপে নিত এবং তার পরে শুরু করত দুষ্ট আত্মাটির সঙ্গে মোকাবিলা—নানান আচার-আচরণের মধ্যে দিয়ে ভূত ঝাড়াত, রোগীকে সুস্থ করে তুলত। তাছাড়াও আত্মিক দুনিয়ার সহায়তায় তারা হারানো দ্রব্য খুঁজে আনত, অতীত-ভবিষ্যৎ বাৎলাত, স্বপ্ন ও সংকেতের ব্যাখ্যা করত এবং করে দেখাত আরও অসাধ্য-সাধন—'Knud Rasmussen, an authority on Inuit (Eskimo) shamans, describes how the shaman makes a journey to the bottom of the sea to find out why the sea spirit is withholding animals for the Inuit people to hunt. As the shaman journeys, the household sits waiting and singing songs to help the shaman as he descends on his perilous journey. After overcoming many obstacles, he enters the house of the sea spirit. She sits with her back to the seals, walrus and wheals, who are puffing and blowing. The sea spirit is angry with humans because the have broken taboos. Her hair hangs down in a tangled, untidy mess hiding her eyes so she cannot see. Human misdeeds and offenses gather as dirt and impurity over her body. The shaman must turn the sea spirit's face to the animals and comb her hair to appease her anger so that she will clear the way for the animals and rich hunting will return. When the shaman returns to the community the breaches of taboo must be confessed so that harmony between the human and spirit worlds can return.'[৫৮]

তবে উল্লেখ্য, এই শ্যামনরা শুধুমাত্র জাদুজনিত আচার-উৎসবের ধারক ও পরিচালক ছিল। 'মান্যা'র সঙ্গে তার সম্পর্ক অন্য মানুষদের থেকে বেশি ছিল না।

এসবের মধ্যে দিয়েই সভ্যতা আরও কয়েক পা এগোল। সময় পাল্টাল। মানুষের যে পর্যবেক্ষণ শক্তি আদিতে জাদুর জন্ম দিয়েছিল, সেই ক্ষুরধার ইন্দ্রিয়গুলিই এবার একের পর এক ধরে ফেলতে থাকল তার কল্পনার খামতিগুলো। চতুর বুদ্ধিমত্তা বুঝতে পারল জাদু-অনুষ্ঠান বা জাদুমন্ত্র ফলাফলের ওপর আদৌ কোনো প্রভাবই ফেলে না। প্রকৃতির পরিবর্তনের যেসব কার্য-কারণ, নীতি-নিয়ম তারা খুঁজে নিয়েছিল—সব ভ্রান্ত; আর তাই সেসব তত্ত্বের ওপর তৈরি করে নেওয়া জাদু-আচারগুলোও পুরোপুরি ভুল। আরও একবার মানুষ নিজেকে বড্ড অসহায় মনে করল। উপলব্ধি করল, প্রাকৃতিক শক্তিকে পরিচালনা করতে সে একান্তই অসমর্থ।

একদিকে পুরনো সুখী আত্মবিশ্বাসের প্রচণ্ড ধাক্কা খাওয়া—অপরদিকে কে, কী, কেন ইত্যাদি অজস্র প্রশ্নের ভিড়—অসহায়তা—অনিশ্চয়তা। এসবের মাঝে পড়ে এবার মানুষ তৈরি করল নিজের ঈশ্বরকে, প্রভুকে। তার মনে হল, এই বিশাল দুনিয়া যখন তার সাহায্য ছাড়াই ঠিক আগের মতো চলছে, তখন দুনিয়ার সমস্ত কিছু নির্ধারণ করছে, নিয়ন্ত্রণ করছে তার থেকেও শক্তিশালী কেউ। এবার আর নিয়ন্তার ভূমিকা নিয়ে সমস্ত প্রতিকূলতার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে নয়, সে নতজানু হয়ে বসল—উদ্ধত মন্ত্রোচ্চারণ নয়, মিনতি করল—অহংকার প্রকাশ নয়, বিনীতভাবে নিজের অক্ষমতাকে স্বীকার করল—স্বাবলম্বীর ঋজু ভঙ্গী নয়, বরং ঐকান্তিক নির্ভরতা জানালো অদৃশ্য শক্তির কাছে। তাদের দয়া চাইল—সব বিপদ থেকে রক্ষা করতে, ভালো ভালো জিনিসে জীবন সাজিয়ে দিতে, মৃত্যুর পরেও নিজেদের অবিনশ্বর আত্মাকে আনন্দতর জগতে অনন্ত সুখ-বিলাস-ব্যসনে ভরিয়ে রাখতে। অর্থাৎ, এবার ঈপ্সিত ফললাভের জন্য প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ নয়, বরং ঐশ্বরিক অনুগ্রহ লাভের প্রচেষ্টা—'The primitive society had its foundation on the magic effect of mantras and rituals but the new society gradually discarded magic in slow degrees and

introduced a religious foundation. Magic gradually gave way to religion.'[৫৯]

এই ধর্মানুভূতি নিখুঁতভাবে মানুষের মনে তার জায়গা তৈরি করেছিল অনেক পরে। প্রথমে এটা শুধুমাত্র উচ্চতর বুদ্ধিমত্তাকে প্রভাবিত করেছিল, যারা জাদুর অক্ষমতাকে আবিষ্কার করতে ও মেনে নিতে পেরেছিল, যাদের চিন্তাশক্তি মহাবিশ্বের বিশালতা আর মানুষের ক্ষুদ্রতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল। অন্যদিকে অপরিণত ক্ষুদ্রমনা মানুষগুলো পড়ে রইল পুরনো জায়গায়—তারা পরিবর্তিত ধ্যানধারণার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারল না। তাদের মনে ও মস্তিষ্কে লেগে থাকল জাদুজনিত কুসংস্কারগুলো—তাই দিয়েই তারা চারপাশের অভাবগ্রস্ত দুর্গতদের সাহায্য করতে থাকল। পরবর্তীকালে ধর্ম এসব জাদু-আচারকে অননুমোদিত ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও উচ্ছেদ করতে কখনোই পারেনি, কারণ মানুষের এক বিরাট গোষ্ঠীর চেতন-অবচেতনকে চারপাশ থেকে পুরোপুরি জড়িয়ে রেখেছিল এ বিশ্বাস। বর্তমানেও অগ্রসর ও অনগ্রসর সমাজে পরিসংখ্যান করলে দেখে যাবে, প্রথমক্ষেত্রে ধর্ম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জাদুর দৃশ্যতঃ উপস্থিতির হার অধিক। কারণ—'just as on the material side of human culture there has everywhere been as Age of Stone, so on the intellectual side there has everywhere beeb an Age of Magic.'[৬০] Grimm-এর মন্তব্য অনুসারে, জাদু হল একটি 'kind of religion, used in the lower spheres of domestic life.'[৬১] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে জর্জ টমসনের ব্যাখ্যা—'ইন্দ্রজাল হচ্ছে এক মায়াবী কৌশল যার দ্বারা তারা এক স্বেচ্ছাচারী ইচ্ছাশক্তির জোরে প্রকৃতিকে বশ করতে চেষ্টা করে। শ্রেণীসমাজে প্রকৃতিকে মানুষ ক্রমান্বয়ে বুঝতে আরম্ভ করে এবং নিজেদের বশে আনতে থাকে, কিন্তু মানুষের সমাজই তখন পরস্পরের বিরুদ্ধে বিভক্ত হয়ে গেছে। শাসকশ্রেণী তখন নিজেদের বিশেষ অধিকারগুলোকে ঐশ্বরিক অনুগ্রহের রং চড়িয়ে বেশি করে কায়েম করার জন্য ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে থাকে। এই ভাবে মেহনতী শ্রেণী তাদের পর-পদানত জীবনের আসল কারণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ফলে তাদের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতে বাধ্য

হয়। এই ভাবে সৃষ্টি হয় ধর্মবিশ্বাসের। সামাজিক বাস্তবতার এটি হচ্ছে একটি উল্টো ছবি। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে আদিম মানুষের দুর্বলতা যেমন রূপ নিয়েছে ইন্দ্রজালের—ঠিক তেমনি সমাজের অগ্রগতির সামনে সভ্য মানুষের দুর্বলতা রূপ নিয়েছে ধর্মবিশ্বাসের।'[৬২]

সুতরাং মানুষ যত সভ্য হতে লাগল, ততই তার মানসিক জগৎ জটিল হতে শুরু করল—

অ) জাদুর অনুকৃতি ও সংস্পর্শমূলক নিয়ম ⟶ ধর্মের সচেতন প্রতিনিধি

আ) সর্বপ্রাণবাদ (Animism) ⟶ সর্বাত্মাবাদ (Animati) ⟶ জাদু (Magic) ⟶ বহুশ্বরবাদ (Polytheism) ⟶ একেশ্বরবাদ (Monotheism)

ই) জীব ও জড় ⟶ (টোটেম থেকে) পশুপাখির মাথাওয়ালা দেবতা ⟶ (মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ থেকে) আদিম মাতা বা নারীর-শরীরপ্রাপ্ত দেবতা ⟶ (পুরুষতান্ত্রিক সমাজ থেকে) নারীর পাশাপাশি পুরুষ-শরীরপ্রাপ্ত দেবতা

ঈ) জাদুর নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করলে যে কেউ ইচ্ছেপূরণ করতে পারত (বিশেষ ক্ষেত্রে জাদুকর অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় সাহায্য করত) ⟶ সাধারণ মানুষ আর অদৃশ্য শক্তি বা 'দেবতা'র মাঝখানে এসে দাঁড়াল পুরোহিত শ্রেণি

ধর্ম-উদ্ভবের প্রথমদিকে জাদুকর ও পুরোহিতের কাজ একসঙ্গেই হতো, বস্তুত তখনও পর্যন্ত একটাকে অন্যটার থেকে আলাদা করা হয়নি। আর সাধারণ মানুষও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জাদুমূলক এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ একসঙ্গেই পালন করত। এমনকি কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরোহিত ও জাদুকরের ধারণাটাও পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল—'in France, 'the majority of the peasants still believe that the priest possesses a secret and irresistible power over the elements. By reciting certain prayers which he alone knows and has the right to utter, yet for the utterance of which he much

afterwards demand absolution, he can, on an occasion of pressing danger, arrest or reverse for a moment the action of the eternal laws of the physical world. The winds, the storms, the hail, and the rain are at his command and obey his will. The fire also is subject to him and the flames of a conflagration are extinguished at his word."[৬৩]

বস্তুত, 'the sacrificial ritual at the earliest period of which we have detailed information is pervaded with practices that breathe the spirit of the most primitive magic.'[৬৪] ফলে দেখা যায়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও জাদু-নিয়ম ও জাদু-আচার রয়ে গেছে। আবার কোথাও কোথাও জাদু অনুষ্ঠান নিজের মধ্যে ধর্মের সূত্র টেনে এনেছে:

১) প্রাচীন ঈজিপ্টে—'the magicians claimed the power of compelling even the highest gods to do their bidding, and actually threatened them with destruction in case of disobedience.'[৬৫]

২) 'the wizard declared that he would scatter the bones od Osiris or reveal his sacred legend, if the god proved contumacious.'[৬৬]

৩) হিন্দু ধর্মে—'The whole universe is subject to the gods; the gods are subject to the spells (mantras); the spells to the Brahmans; therefore the Brahmans are our gods.'[৬৭]

৪) মন্ত্রপূত জল ব্যবহার—সংস্পর্শমূলক জাদুবিশ্বাস।

৫) মূর্তিপুজো—অনুকৃতিমূলক জাদুবিশ্বাস।

৬) দেবতার প্রসাদ খাওয়া—সংস্পর্শমূলক জাদুবিশ্বাস।

৭) হিন্দু পুজোয় গঙ্গাজল ব্যবহার করে শুদ্ধিকরণ—সংস্পর্শমূলক জাদুবিশ্বাস।

৮) হিন্দু পুজোয় গৃহস্থের ঘরে আলপনায় গৃহাভিমুখে ছোট ছোট পা আঁকা হয়। বিশ্বাস—ঐ পদচিহ্ন অনুসরণ করে দেবতা গৃহে প্রবেশ করবে—অনুকৃতিমূলক জাদুবিশ্বাস।

৯) হিন্দুদের বিশেষ কিছু পুজোয় (কোজাগরী পূর্ণিমার লক্ষ্মীপুজোয়) আলপনাতে প্রার্থিত নানান জিনিস আঁকা হয়। বিশ্বাস—ছবি-অনুরূপ সম্পদে গৃহস্থের ঘর ভরে উঠবে—অনুকৃতিমূলক জাদুবিশ্বাস।

জাদু ও বিজ্ঞান-

প্রকৃতপক্ষে, প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে অনুসরণ করেই আদিম জনগোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল জাদুর নানা আচার-ক্রিয়া;—'in a village near Dorpat, in Russia, when rain was much wanted, three men used to climb up the fir-trees of an old sacred grave. One of them drummed with a hammer on a kettle or small cask to imitate thunder; the second knocked two fire-brands together and made the sparks fly to imitate lightning; and the third, who was called 'the rain-maker', had a bunch of twigs with which he sprinkled water from a vessel on all sides.'[৬৮]

লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রতিটি জাদুই প্রকৃতির এক বা একাধিক মূল নীতির গ্রহণ ও আত্তীকরণের বিভ্রমজনিত প্রয়োগ। অনুকৃতি এবং সংস্পর্শমূলক জাদু যথাক্রমে অনুকৃতি ও সংস্পর্শ-নীতিগুলির ভ্রান্ত সমীকরণের ওপর দাঁড়িয়ে। ফলে, নির্ভুল ও বৈধভাবে প্রয়োগ করলে যে নীতিগুলি বিজ্ঞান উৎপাদন করতে পারে, ভ্রান্ত অবৈধ প্রয়োগে তাদের থেকেই উৎপন্ন হয়েছিল জাদু। 'It is therefore a truism, almost a tautology, to say that all magic is necessarily false and barren; for were it ever to become true and fruitful, it would no longer be magic but science.'[৬৯]

জাদু ও বিজ্ঞানের বৈসাদৃশ্য—

১) জাদুর ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় নিয়মগুলি অন্তর্নিহিতভাবে কাজ করে; যেখানে বিজ্ঞান সেগুলিকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে।

২) জাদুর ক্ষেত্রে নিয়মনীতি চিরন্তন, বিশ্বাস পূর্বানুগামী। বিজ্ঞান সর্বদা পরীক্ষণমূলক ও উন্নয়নশীল। প্রয়োজনে সে পূর্ববর্তী নিয়ম ভ্রান্তজ্ঞানে বাতিলও করতে পারে।

৩) জাদুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নিয়মনীতির বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে পরিমাপ বা পর্যবেক্ষণ সম্ভব না।

৪) নির্ভুল নিখুঁত জাদু অনুষ্ঠান ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে (জাদু-বিশ্বাসীদের কাছে) অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী জাদুকরের হস্তক্ষেপে।

নির্ভুল নিখুঁত পদ্ধতির অনুসরণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিন্ন ফলাফল এনে দেয়। এক্ষেত্রে অপর বৈজ্ঞানিকের অপচেষ্টার প্রভাব-প্রসঙ্গ অবান্তর।

৫) ব্যর্থতার নিত্যনতুন কারণ খুঁজে বের করলেও জাদু তার পথ পরিবর্তন করে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নৃতাত্ত্বিক Edward Evans-Pritchard (১৯০২-১৯৭৩) ১৯২০ সালে আফ্রিকার Azande সমাজ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে লক্ষ করেছিলেন, জাদু শুধুমাত্র জাদুকরের ওপরেই অসফলতার দায় চাপিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—'the Azande had a closed system of thought, which inhibited scientific verification.'[৭০]

অন্যদিকে বিজ্ঞান অসফল হলে, ব্যর্থতার কারণ খুঁজে নিয়ে পথ বদলে এগিয়ে যায়। ফরাসি দার্শনিক Lucien Levy-Bruhl (১৮৫৭-১৯৩৯) মনে করতেন—'while modern Western societies were scientifically oriented, what he termed "primitive" societies were mystically oriented, and he used the supernatural as an explanatory framework. Levy-Bruhl saw pre-scientific or magical thinking as "pre-logical" (a term he later abandoned). He said that "primitive" societies were "pre-scientific"

because their collective representatives inhibited the development of a scientific world-view.'[৭১]

একসময় জাদুবিশ্বাসের মোহে অন্ধ মানুষ ব্যাপৃত হয়েছিল পরশপাথর এবং অমৃতের সন্ধানে। দিনের পর দিন ক্ষ্যাপার মতো সেসব খুঁজে ফিরে একদল অবসন্ন মানুষ কিন্তু হেরে গিয়ে থেমে থাকল না—বরং এগিয়ে গেল; আর তার সেই এগিয়ে আসা থেকেই বিজ্ঞানের পথ চলার শুরু, জাদুর পথ ধরেই। তাই জাদু এবং বিজ্ঞান—উভয়ের বৈসাদৃশ্যের বিশাল দূরত্বের ওপর সাদৃশ্যের আদিম সাঁকোটিকে আজও খুঁজে পাওয়া যায়।

বস্তুত, যে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের অভ্যাস জাদুর জন্ম দিয়েছিল, সেটিই মানুষকে উপনীত করেছিল বিজ্ঞানের সিংহদ্বারে; আর প্রকৃতির অপার রহস্যাবলী তাকে প্ররোচিত করেছিল, উদ্দীপিত করেছিল বিজ্ঞানের রাজপথ বেয়ে এগিয়ে চলার। বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞাও এ বিষয় সমর্থন করে—'ওয়েবটারের প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিজ্ঞান হল "তত্ত্ব" বা "তথ্যে"র জ্ঞান। মধ্যযুগের ইউরোপীয় পণ্ডিতদের রচনায় বিজ্ঞানের অর্থ অনেকটা ঐরূপই প্রকাশ পেয়েছে। Encyclopedia Britanicaয় স্যার উইলিয়াম সেসিল ড্যাম্পিয়ারের মতে বিজ্ঞান হল "প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান।"[৭২] পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালীয় রেনেসাঁর অনুকূল আবহাওয়ায় বিজ্ঞান আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করতে থাকলে বেকন 'পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ লব্ধ' কথাটি বসিয়ে বিজ্ঞানের যে আধুনিক সংজ্ঞা নিরূপণ করেন তা হল "প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান।"[৭৩] Bertrand Russell-এর মতে, "বিজ্ঞান হলো পর্যবেক্ষণজাত আবিষ্কারের প্রচেষ্টা।"[৭৪]

আসলে, গন্তব্যে একই লক্ষ্য রেখে, জাদুর পাশাপাশি যাত্রা শুরু করে বিজ্ঞান একসময় স্বতন্ত্র পথ তৈরি করে নিয়েছিল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এদের ব্যবহারও হয়েছিল যুগ্মভাবে। নৃতাত্ত্বিক Bronislaw Malinowski (১৮৮৪-১৯৪২) বলেছেন পপুয়া নিউ

গিনির Trobriand দ্বীপের কথা, যারা 'used both magical and scientific knowledge in the way that they planted yams: they grew yams with a great deal of technical expertise but also employed magical spells to protect them.'[৭৫] এ জাতীয় উদাহরণের পাশাপাশি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, বিজ্ঞানের প্রথম ঝলকানির পর্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) আন্তরিকভাবে জ্যোতিষেও বিশ্বাসী ছিলেন। সম্রাট দ্বিতীয় রুড্‌ল্‌ফের অধীনে রাজ-গণিতজ্ঞের কাজ ছাড়াও তিনি সম্রাট ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ধনবানদের জন্মকুণ্ডলী তৈরি করতেন। তাঁর মতে, 'প্রকৃতি যখন প্রত্যেক প্রাণীর জীবনধারণের জন্য উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছে তখন প্রকৃতিই ফলিত জ্যোতিষকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনুষঙ্গ ও মিত্র বলে নির্ধারণ করেছে।'[৭৬] তাঁর তৃতীয় সূত্র আবিষ্কারের ধৈর্যশীলতা নাকি এসেছিল অতীন্দ্রিয়তায় বিশ্বাস থেকে—'এই বিশ্বাস একটি সূত্রের যোগান দিয়াছিল। সূত্রের কথা, গ্রহগুলো আবর্তনের দ্বারা 'একটি গাগনিক সঙ্গীত' সৃষ্টি করে। এই সঙ্গীত কেবল সূর্যের আত্মাই শুনতে পায়। এর কারণ এই ধারণায় তিনি দৃঢ় ছিলেন যে, সূর্য হলো কম বা বেশি স্বর্গীয় আত্মার একটি দেহ।'[৭৭]—এ সেই Animism-এর ধারণা। এ ধারণা থেকেই গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪২)-র সূর্যের কলঙ্ক আবিষ্কারে তোলপাড় হয়ে উঠেছিল ধর্মতাত্ত্বিকদের মানস জগৎ। ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তো নিষিদ্ধই করে দিয়েছিলেন এর উল্লেখ, কারণ এর দ্বারা নাকি 'উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি কলঙ্কযুক্ত বলে দেখানো হচ্ছে।'[৭৮] এ ধারণা মানুষের মনে এতটাই গভীরভাবে ঢুকে গিয়েছিল যে আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৬/৭)[৭৯]—মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রবক্তা, যিনি প্রথম বুঝিয়েছিলেন—'সবকিছু একটা বস্তুনিচয়ে সৃষ্ট। গ্রহসমূহের মূর্ত গতিবেগের জন্য এগুলো সূর্যের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে না।'[৮০]—তাঁরও বিশ্বাস ছিল—'গ্রহগুলোকে ঈশ্বর প্রথমে নিজ হাতে সবেগে ছুঁড়ে দিয়ে পৃথক করে দিয়েছেন। তারপর থেকে গ্রহগুলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি মেনে চলেছে।'[৮১]

এরপর, বিজ্ঞান যত সফল ও সমৃদ্ধ হয়ে চলল, ততই আস্তে আস্তে জাদু আর ধর্মের ধোঁয়াশা কাটতে থাকল। পরিবর্তন এল চিকিৎসাপদ্ধতিতে:

‘Cambridgeshire laborers think that if a horse has run a nail into its foot, it is necessary to grease the nail with lard or oil and put it away in some safe place, or the horse will not recover.’[৮২]—এবার আর সংস্পর্শমূলক জাদু অনুযায়ী পেরেকটিতে মনোযোগ নয়, যত্ন নেওয়া হল ঘোড়াটির ক্ষতের।

নতুন পরিচয় পেল মহাকাশবাসীরা—Animism, Animatism-এর ধারণা অনুযায়ী মহাজাগতিক বস্তুরা ‘আত্মা’-র মালিকানা পেয়েছিল। তারপর মত খানিক বদল হল, সূর্যের উদয়াস্ত আর ঋতু পরিবর্তন ছাড়া প্রাকৃতিক আর সমস্ত ঘটনা প্রতীক ও ভবিষ্যতের পূর্বলক্ষণ, কখনো বা সেগুলি মানুষকে তার কৃতপাপের জন্য অনুতপ্ত করে তোলে। পরে ব্যাবিলনের যাজকরা সূর্য, চাঁদ, গ্রহ, স্থির নক্ষত্রদেরও নিয়মাধীন করে ফেললেন—মানুষ জানল এরাও বছরের পর বছর ঘোরে এবং প্রত্যাশানুরূপ কাজ করে। তবে ধূমকেতুদের চিরকালই ‘বিপর্যয়ের বার্তাবাহক’ তকমা বয়ে বেড়াতে হল। শেষপর্যন্ত সর্বাত্মাবাদের খোলস আর জ্যোতিষের ছক ভেঙে নক্ষত্র-গ্রহ-উপগ্রহকে জ্যোতির্বিজ্ঞান টেনে আনল নিজের দূরবীণের সামনে, সত্যের চড়া আলোয়। ‘magic was the first stage in the evolution of the human mind, and that both magic and religion, which grew from the mistakes of magical thinking, would eventually be superseded by science. As people came to realize that magical techniques were ineffective, they created omnipotent gods that controlled nature and needed to be supplicated. Finally, as humans began to recognize the existence of empirical natural laws, religion would join magic as superstition.’[৮৩] ফলে ধীরে ধীরে ‘সেদিন আসতে লাগল যখন গ্রীক কবি জিজ্ঞেস করবেন, ‘কোথায় রইল জিউসের বিচার? সৎলোকেরা কষ্ট পায়। অসতের উন্নতি হয়। পিতার অপরাধে সন্তান শাস্তি পায়। একমাত্র অবলম্বন রইল আশাদেবীর কাছে প্রার্থনা—একমাত্র যে দেবী মানুষের মনে রয়েছেন। আর সবাই চলে গেছেন অলিম্পাসে।’’[৮৪]

তথ্যসূত্র:

১. বসু, রাজশেখর। *চলন্তিকা,* এম সি সরকার এন্ড সন প্রা লি, কল-৭৩, ১৪০৫, পৃ ২৫৮ ও দাস, জ্ঞানেনন্দ্রমোহন(সম্পাদিত)। *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান প্রথম ভাগ,* সাহিত্য সংসদ, কল-০৯, ১৯৮৮, পৃ ৮৫০

২. Waite, Arthur Edward. *The Mysteries of Magic :A Digest of The Writtings of Eliphas Levi*, Health Research, WA, p-4

৩. তদেব পৃ-৪

৪. ইলিন, মিখাইল ও সেগাল, ইয়েলিনা। চক্রবর্তী, গিরীন ও সোম, অরুণ (অনুবাদক)। *মানুষ কি করে বড়ো হল,* রাদুগা প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৭, শুরুর মলাট পরবর্তী পৃষ্ঠা

৫. তদেব, শেষের মলাট পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা

৬. সেনগুপ্ত, পল্লব। *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,* পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০১০, পৃ- ৪৯

৭. তদেব, পৃ-৫৬

৮. Tylor, Edward Burnett. *Primitive Culture: Researches In to the Development of Mythology, Philosophy,* Religion, Art and Custom. J. Murray, 1871 p: 260

৯. http:/en.wikipedia.org/wiki/Animism

১০.Gary, Ferraro. *Cultural Anthropology: An Applied Perspective,* 7th ed. 2008, Belmont. CA: Thompson Wadsworth, p: 340

১১.http:/en. Wikipedia. Org/wiki/Animatism

১২.প্রাগুক্ত, *মানুষ কি করে বড়ো হল,* শেষের মলাট পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা

১৩. Leach, Maria (Ed.), *S.D.F.M.L.*, p:666

১৪. Frazer, James George. *The Golden Bough* (Abridged Edition), vol-1. Macmillan & Co Ltd, London, Fiirst issued in St_Martin's Library, p: 83

১৫. তদেব, পৃ-৮৩

১৬. তদেব, পৃ-৮৪

১৭. তদেব, পৃ-১০২

১৮. তদেব, পৃ-১০২

১৯. তদেব, পৃ-১০২

২০. তদেব, পৃ-১০৪

২১. তদেব, পৃ-১০৫

২২. তদেব, পৃ-১০৫

২৩. তদেব, পৃ-১০৫

২৪. তদেব, পৃ-১০৫, ১০৬

২৫. তদেব, পৃ-১০৫

২৬. তদেব, পৃ-১০৫

২৭. তদেব, পৃ-৫৯

২৮. তদেব, পৃ-১৭

২৯. [অনুকৃতিমূলক (সিম্প্যাথিটিক/হোমিওপ্যাথিক)]; সেনগুপ্ত, পল্লব। *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৯, ২০১০, পৃ-১০

৩০. ['সংস্পর্শমূলক (কন্‌টাজিয়াস)'] তদেব, পৃ-৫৭

৩১. ['প্রবর্তক (পজিটিভ, ইম্পিরেটিভ)'] তদেব, পৃ-৫৮

৩২. ['নিবর্তক (নেগেটিভ, প্রিভেনটিভ)'] তদেব, পৃ-৫৮

৩৩. তদেব, পৃ-৫৮

৩৪. ['শুভকারী (হোয়াইট ম্যাজিক)'] তদেব, পৃ-৫৮

৩৫. ['অশুভকারী (ব্ল্যাক আর্ট)'] তদেব, পৃ-৫৮

৩৬. প্রাগুক্ত, *The Golden Bough,* p ২৩-২৪

৩৭. তদেব, পৃ-২৩

৩৮. তদেব, পৃ-১৪

৩৯. তদেব, পৃ-১৭

৪০. তদেব, পৃ-১৪

৪১. তদেব, পৃ-৫৭

৪২. তদেব, পৃ-১৫

৪৩. তদেব, পৃ-১৫

৪৪. চক্রবর্তী, এম (সম্পাদিত)। *অব্যর্থ সর্ব্বমনস্কামনা সিদ্ধ পুস্তক,* বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরি, কলকাতা-০১, ২০১২, পৃ-২১৬-২১৭

৪৫. তদেব, পৃ-৫৭

৪৬. তদেব, পৃ-৫৮

৪৭. প্রাগুক্ত, *The Golden Bough,* পৃ-৫৭

৪৮. তদেব, পৃ-৫৭

৪৯. তদেব, পৃ-২৫

৫০. তদেব, পৃ-২৮

৫১. তদেব, পৃ-১৭

৫২. সেনগুপ্ত, পল্লব। *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, জানুয়ারি ২০১০, পৃ- ৫৬

৫৩. সেনগুপ্ত, পল্লব। *পূজা-পার্বণের উৎসকথা,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, জানুয়ারি ২০০১, পৃ- ৫২

৫৪. ভৌমিক, প্রবোধকুমার। ভট্টাচার্য, দেবব্রত (ভাষান্তর)। *প্রত্যন্ত বাংলায় গুপ্তবিদ্যা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ- ১৫৬

৫৫. Greenwood, Susan. *The Encyclopedia of Magic and Witchcraft,* Hermes House, Annes Publishing Ltd 2001, 2011, Wingston, p- 14

৫৬. Terhant, Franjo. *Magic: History of the Mysterious Art*, , Parragon Books Ltd, UK, p-55

৫৭. প্রাগুক্ত, *প্রত্যন্ত বাংলায় গুপ্তবিদ্যা,* পৃ-১৫৭

৫৮. প্রাগুক্ত, *The Encyclopedia of Magic and Witchcraft*, পৃ-১৫

৫৯. Shastri, Haraprasad. *Lokayata and Vratya,* Haraprasad Shastri Garesanak Kendra, Naihtey, 1982, p-47

৬০. প্রাগুক্ত, *The Golden Bough,* পৃ-৭২

৬১. Mauss, Marcel (English translation by Robert Brain). *Mauss: A General Theory of Magic,* New York, 1972, p-28

৬২. টমসন, জর্জ। *ধর্ম ও সমাজ,* ন্যাশানাল বুজ এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৫৩, পৃ- ৯-১০

৬৩. প্রাগুক্ত, *The Golden Bough,* পৃ-৬৯

৬৪. প্রাগুক্ত, *The Golden Bough*, পৃ-৬৯

৬৫. তদেব, পৃ-৬৮

৬৬. তদেব, পৃ-৬৮

৬৭. তদেব, পৃ-৬৮

৬৮. তদেব, পৃ-৮২-৮৩

৬৯. তদেব, পৃ-৬৫

৭০. প্রাগুক্ত, *The Encyclopedia of Magic and Witchcraft,* p-51

৭১. তদেব, পৃ-৫১

৭২. প্রাগুক্ত, *The Golden Bough,* পৃ-৬৪

৭৩. মজুমদার, ড. ব্রজগোপাল। *আদিবাসী জীবনযাত্রায় ফলিত বিজ্ঞানের উন্মেষ,* অক্ষর পাবলিকেশানস্, ত্রিপুরা-৭৯৯০০১, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ-৯ (ভূমিকা)

৭৪. রাসেল, বাট্রাণ্ড। কুণ্ডু, সুরেশ (অনুবাদ)। *ধর্ম ও বিজ্ঞান,* র‍্যাডিকাল, কলকাতা-৯, জানুয়ারি ২০১২, পৃ-৫

৭৫. প্রাগুক্ত, *The Encyclopedia of Magic and Witchcraft,* পৃ-৫১

৭৬. প্রাগুক্ত, *ধর্ম ও বিজ্ঞান,* পৃ-১৪

৭৭. তদেব, পৃ-১৫

৭৮. তদেব, পৃ-১৫

৭৯. en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

৮০. প্রাগুক্ত, *ধর্ম ও বিজ্ঞান,* পৃ-২৮

৮১. তদেব, পৃ-২৮

৮২. প্রাগুক্ত, *The Golden Bough,* পৃ-৫৫

৮৩. প্রাগুক্ত, *The Encyclopedia of Magic and Witchcraft,* পৃ-৫০

৮৪. প্রাগুক্ত, *মানুষ কি করে বড়ো হল,* পৃ-২৪৮